৮ম পাঠ

পবিত্র শাস্ত্রঃ ঈশ্বরের লিখিত আত্ম প্রকাশ

আগের পাঠগুলিতে আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতি, মানুষের প্রকৃতি, পাপের উৎপত্তি ও প্রকৃতি, দূতগণ ও তাদের কার্যাবলী এবং পতিত মানুষের জন্য ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছি। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, এই সবগুলি মতবাদেরই প্রধান উৎস্য হচ্ছে পবিত্র শাস্ত্র, বাইবেল। তা হচ্ছে নিজের বিষয়ে ও তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে ঈশ্বরের লিখিত আত্ম প্রকাশ।

একজন সার্বভৌম, প্রেমময়, ধার্মিক, ব্যক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর যে এক লিখিত বিবরণের মাধ্যমে তাঁর বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্টির কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইবেন তা খুবই যুক্তি সংগত। আমরা ভয় ও ভক্তিতে অভিভূত হই যখন দেখি যে, পবিত্র শাস্ত্র লিখবার জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছার প্রতি বশীভূত লোকদের ব্যবহার করেছেন। প্রায় ১৬০০ বছর ধরে ৪০ জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের লিখিত বিবরণ কিরূপ অলৌকিকভাবে সংরক্ষিত ও আমাদের বাইবেলে সংকলিত হল তা বাস্তবিকই কৌতুহল জনক।

৩য় খণ্ডের অধ্যয়ন আরম্ভ করতে গিয়ে আমরা প্রথমে শাস্ত্রে প্রকাশিত মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পর্কে আলোচনা করব। দ্বিতীয়তঃ বাইবেল যে বাস্তবিকই ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য এ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দানকারী বিভিন্ন নিদর্শনগুলি পুনরীক্ষণ করব। তারপরে, ঈশ্বর পরিত্রাণ অপ্রাপ্ত লোকদের নিজের কাছে আহ্বান করবার, তাদেরকে বিশ্বাসে বাড়িয়ে তোলবার এবং উপযুক্ত সাক্ষীতে পরিণত করবার জন্য যে অপরিহার্য কাঠাম ব্যবহার করেন, সেই মণ্ডলী সম্পর্কে অনুসন্ধান করব। এই কোর্সের শেষ পাঠে ভবিষ্যৎ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পরিত্রাণের লক্ষ্যগুলি অধ্যয়ন করব।

পাঠের খসড়া ঃ

একটি লিখিত আত্ম প্রকাশের প্রয়োজন
পবিত্র শাস্ত্র লিখবার অনুপ্রেরণা
পবিত্র শাস্ত্রের অদ্বিতীয়ত্ব
পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা
পবিত্র শাস্ত্রের কর্তৃত্ব

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি

★ পবিত্র শাস্ত্রের অনুপ্রেরণা সম্পর্কিত বিশেষণগুলির সংজ্ঞা দিতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি লিখিত প্রত্যাদেশের প্রয়োজন কি তা বলতে পারবেন।

★ শাস্ত্রের **অদ্বিতীয়ত্ব** এবং **কর্তৃত্ব** বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ বিশ্বাসীদের জীবনে এবং মণ্ডলীতে পবিত্র শাস্ত্রের কোন্ কর্তৃত্ব পদ পাওয়া উচিত তা আলোচনা করতে পারবেন।

★ শাস্ত্রের নির্ভুল অর্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। প্রথম পাঠে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে এই পাঠ খানি অধ্যয়ন করুন। পাঠের বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে প্রদত্ত সমস্ত শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যগুলি বের করে অবশ্যই পড়ুন। যত্নের সঙ্গে সমস্ত শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর দিন।

২। মূল শব্দাবলীর মধ্যে যেগুলি আপনার কাছে নতুন, সেগুলির অর্থ পরিভাষা থেকে জেনে নিন।

৩। পাঠ শেষে পরীক্ষাটি দিন ও আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

মূল শব্দাবলী ঃ

প্রত্যাদিষ্ট ক্যানন অনুপ্রেরণা অসঙ্গতি
প্রামাণ্য বিকৃত
মতবাদ
পত্রাবলী সংরক্ষিত
বৈধ করা

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

একটি লিখিত আত্ম প্রকাশের প্রয়োজন ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ ঈশ্বরের পক্ষে নিজের একটি লিখিত আত্ম প্রকাশ প্রদান করবার প্রয়োজন হয়েছিল কেন, যে উক্তিগুলিতে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

আমাদের অধিকাংশ লোকদেরই স্মৃতি শক্তি দুর্বল। ঈশ্বর যদি আমার জীবনের কোন এক বিশেষ সময়ে সামনা সামনি ভাবে নিজেকে

আমার কাছে প্রকাশ করতেন, তাহলে অল্পকালের মধ্যেই আমি তাঁর এই আত্ম প্রকাশের কোন কোন বিষয় সম্পর্কে অনিশ্চিত বোধ করতাম। শীঘ্রই ঐ ঘটনাটি সম্পর্কে আমার স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে যেত। তাঁর এই আত্মপ্রকাশের কোন কোন অংশ আমি হয়ত স্পষ্ট ভাবে স্মরণ করতে পারতাম, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ঘটনাটির বিশদ বিবরণ হত অস্পষ্ট ও অবিশ্বাস্য। ঘটনাটি ঘটবার অব্যবহতি পরেই আমি যদি তার সমস্ত খুঁটি-নাটি বিষয় আমার কোন একজন সন্তানের কাছে বিশদ-ভাবে বর্ণনা করতাম, তাহলে আমার বলা সব কথা হুবহু মনে রাখা তার পক্ষেও সম্ভব হত না। অনেক বছর পরে সেই সন্তান যদি তার সন্তানদের কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করে, তাহলে সময়ের কারণে তার স্মৃতি হবে ঘোলাটে এবং তার বলা কাহিনী হবে অনেক বিকৃত। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, এই পদ্ধতিতে যদি ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের কাহিনী হস্তান্তরিত হত তাহলে তা খুব নির্ভর যোগ্য হত না।

পুরুষানুক্রমে মৌখিকভাবে হস্তান্তরিত গল্প-কাহিনীতে বিরাট পরি-বর্তন সাধিত হতে পারে। তাই এ বিষয়টি খুবই পরিষ্কার যে, ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য এই পদ্ধতি মোটেই নির্ভর যোগ্য হত না।

আমাদের মহান এবং বিজ্ঞ ঈশ্বর আমাদের জন্য তাঁর সুবন্দোবস্তের মাধ্যমে আমাদের প্রতি তাঁর ভাল বাসা প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন পথে তিনি আমাদের জাগতিক জীবন রক্ষার বন্দোবস্ত করেছেন, যেমন তার বিস্ময়-কর পানি চক্র, যা পৃথিবীর পানিকে বিশুদ্ধ করে এবং যে পানি পৃথিবী থেকে উরে যায় তা আবার ফিরিয়ে দেয়। বায়ু মণ্ডলে তাঁর অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা ও অতি বিস্ময়কর। আমরা নিশ্বাস গ্রহণ করে গাছ পালা বায়ু মণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি, অপরদিকে গাছ-পালা বায়ু মণ্ডলে অক্সিজেন ত্যাগ করে। গাছ পালার ছেড়ে দেওয়া অক্সিজেন আমরা প্রস্বাসে গ্রহণ করি এবং আমাদের ছেড়ে দেওয়া কার্বন-ডাই অক্সাইড গাছেরা গ্রহণ করে তা দিয়ে তারা তাদের খাদ্য প্রস্তুত করে।

ঈশ্বর আমাদের *দৈহিক* প্রকৃতির জন্য যদি এত যত্ন নিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কোন প্রকার সাহায্য ছাড়াই আমাদের **আত্মিক**

সমস্যাবলী সমাধানের ভার আমাদের নিজেদের হাতে ছেড়ে দেন নি। ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশ ছাড়া জাগতিক মানুষ তার হতাশাপূর্ণ অবস্থা এবং সাহায্যের প্রয়োজন সম্পর্কেও অজ্ঞান থেকে যেত। ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশ প্রয়োজন কেন তা বুঝতে হলে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে **আত্ম প্রকাশ** কথাটির মানে কি তা আমাদের জানা প্রয়োজন। এর মানে হল এই যে, অন্য কোন ভাবেই লোকদের পক্ষে ঈশ্বর এবং তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা সম্ভব হত না, তা ঈশ্বর তাদের কাছে **প্রকাশ করেন** বা **উন্মোচিত করেন**। এই সংজ্ঞাটি এবং তেমনি এই পাঠে ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দাবলী স্মরণ রাখতে ভুলবেন না যেন।

১। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক বিচারে "**আত্ম প্রকাশ**" কথাটির সংজ্ঞা লিখুন। উত্তরটি লেখার জন্য আপনার নোট খাতা ব্যবহার করুন।

ঈশ্বর যেহেতু অতি মহান ও প্রেমময়, এবং মানুষের পক্ষে তার পাপের সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন অতি তীব্র ভাবে, তাই আমরা আশা করব যে, তিনি কে, এবং মানুষের কাছ থেকে তিনি কি চান তা ঈশ্বর স্পষ্ট করে জানাবেন। অধিকন্তু, লোকেরা যাতে অবিকৃতভাবে এই জ্ঞান লাভ করতে পারে সে জন্য এই আত্ম প্রকাশের বিবরণ সংরক্ষণ করার বন্দোবস্ত করাটাই সবচেয়ে যুক্তি-যুক্ত হবে। তাই আমরা যেমন আশা করতে পারি, ঈশ্বর অত্যন্ত ভাল কারণেই তাঁর আত্ম প্রকাশকে লিখিত ভাবে রক্ষার বন্দোবস্ত করেছেন।

২। প্রতিটি সত্য উক্তিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) লোকদের কাছ থেকে তিনি কি আশা করেন তা যেন তারা জানতে পারে, সেই জন্যই ঈশ্বরের পক্ষে তাঁর একটি লিখিত আত্ম প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছিল।

খ) পুরুষানুক্রমে মৌখিকভাবে হস্তান্তর প্রক্রিয়াই ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশের বিবরণ হস্তান্তরে নির্ভরযোগ্য পথ।

গ) লিখিত বিবরণের চেয়ে বরং পুরুষানুক্রমে মৌখিকভাবে হস্তান্তর প্রক্রিয়াই অধিকতর শ্রেয়, কারণ তাতে তা সময়ের উপযোগী রাখা যায় এবং মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়।

ঘ) লিখিত বিবরণ আমাদের এমন একটি নিশ্চিত মানদণ্ড দান করে যা ঘটনাকে নির্ভুলভাবে রক্ষা করে এবং কি ঘটেছিল তা আমরা হারিয়ে ফেলি না বা ভুলে যাই না।

পবিত্র শাস্ত্র ঃ লিখবার অনুপ্রেরণা ঃ

অনুপ্রেরণার সংজ্ঞা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ পবিত্র শাস্ত্র যে ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত; তার সংজ্ঞা ও নিদর্শন উল্লেখ করতে পারা।

আমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র শাস্ত্র হচ্ছে বিভিন্ন লোকদের জীবনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও তাঁর উদ্দেশ্য সমূহের অভ্রান্ত প্রকাশ; আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, সেগুলি পবিত্র আত্মার **অনুপ্রেরণায়** মানব-লেখকদের দ্বারা লেখা হয়েছিল। সেগুলি হচ্ছে ঈশ্বরের দ্বারা প্রদত্ত ঐশ্বরিক সত্য সমূহের লিখিত রূপ, ঈশ্বর মানুষের কাছে প্রকাশ করলে তবেই কেবল তা জানা সম্ভব।

পবিত্র শাস্ত্র বলতে আমরা পুরাতন ও নূতন নিয়ম, অর্থাৎ বাইবেলের মোট ৬৬ খানি বইকে বুঝে থাকি। (অনেকে আবার এ্যাপোক্রিফাকে ও শাস্ত্রীয় মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।)

অনুপ্রেরণা কথাটির দ্বারা আমরা পবিত্র আত্মার এমন একটি ক্রিয়াকে বুঝে থাকি যার মধ্যে দিয়ে তিনি বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু ও তাদের লিখিত কথাগুলির নির্বাচনে শাস্ত্র লেখকদের পরিচালনা দিয়েছেন বা তদারকি করেছেন। তা ছিল একটি বিশেষ কাজের জন্য এক বিশেষ ক্ষমতা। ঈশ্বর শাস্ত্র লেখকদের মাধ্যমে যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা তিনি তাদের মনে ও হৃদয়ে স্থাপন করেছেন। তারা পবিত্র আত্মার পরিচালনা বা নির্দেশে তা লিখেছেন। ঈশ্বর তাদের দিয়ে যা বলাতে চেয়েছেন তাতে যেন কোন ভুল না হয়, কিম্বা কোন কিছু যেন বাদ পড়ে না যায় সেদিকে পবিত্র আত্মা লক্ষ্য রেখেছেন। তবুও একটি উল্লেখ যোগ্য বিষয় হচ্ছে, ঈশ্বর তাঁর প্রকাশিত বিষয় লিপিবদ্ধ করবার জন্য

মানব লেখকদের ব্যক্তিত্ব ব্যবহার করেছেন। পবিত্র শাস্ত্রের প্রতিটি বইয়ের লিখন-শৈলী অথবা শব্দ চয়ন-এর লেখক এবং তার মানব চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য বহন করে।

তারা যা লিখেছেন তা যে ঈশ্বরের লিখিত আত্ম প্রকাশের অংশ স্বরূপ হবে সে বিষয়ে অবশ্য মানব লেখকগণ সচেতন ছিলেন না। তা সত্ত্বেও, অনুপ্রেরণা এলে তারা বাধ্যভাবে তা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং কোন্ শব্দাবলী ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে তারা কখনও দ্বিধা বোধ করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি যেন একটি সুবিন্যস্ত বিবরণ লিখতে পারেন সেজন্য যারা স্বচক্ষে যীশুকে দেখেছিলেন, যীশুর জীবন সম্পর্কে গবেষণা করবার জন্য ঈশ্বর লূককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন (লূক ১ঃ ১-৪)। বিভিন্ন মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য, বিভিন্ন মণ্ডলীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবার জন্য এবং ব্যক্তি বিশেষকে কোন নির্দেশ প্রদানের জন্য প্রেরিত পৌল অনেক সময় লেখনী ধরেছেন (১ করিন্থীয় ১ঃ ১০-১৩; ৭ঃ ১; গালাতীয় ১ঃ ৬-৭; ১ তীমথিয় ১ঃ ৩; ফিলীমন ১০)। তথাপি তিনি যা কিছু লিখেছেন সবই পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায়।

লেখকেরা কি প্রকার লাভ করেছিলেন নূতন নিয়মের দু'টি শাস্ত্রাংশ থেকে সে বিষয়ে আমরা মূল্যবান ধারণা লাভ করি। প্রেরিত পৌল বলেন যে, "প্রত্যেক শাস্ত্র-লিপি ঈশ্বর-নিশ্বসিত" (২ তীমথিয় ৩ঃ ১৬)। অর্থাৎ, তা ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত। পিতর বলেন ঃ

> শাস্ত্রীয় কোন ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়;
> কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয়
> নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত
> হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন
> (২ পিতর ১ঃ ২০-২১)।

লেখকগণ প্রায়ই তাদের নিজেদের অনুপ্রেরণার কথা, কিম্বা অন্য শাস্ত্র-লেখকদের অনুপ্রেরণার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে

উল্লেখ করতে গিয়ে তারা লিখেছেন যে, **ঈশ্বর তাদের কাছে বলেছেন।**

৩। নীচে উল্লিখিত প্রতিটি শাস্ত্রাংশ বের করে পড়ুন এবং ঈশ্বর যে এক মানব লেখকের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন—এটা বুঝানোর জন্য প্রতিটিতে কি বলা হয়েছে তা লিখুন।

ক) যাত্রা ১৭ ঃ ১৪ .....

খ) যাত্রা ২৪ ঃ ৪ .....

গ) যিশাইয় ৪৩ ঃ ১ .....

ঘ) যিরমিয় ১১ ঃ ১ .....

ঙ) আমোষ ১ ঃ ৩, ৬, ৯ .....

চ) ১ করিন্থীয় ১৪ ঃ ৩৭ .....

ছ) ২ পিতর ৩ ঃ ১৫-১৬ .....

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পবিত্র শাস্ত্র লিখবার ব্যাপারে মানব লেখকদের উপরে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা ছিল একটি **বিশেষ কাজের জন্য এক বিশেষ সামর্থ্য বা ক্ষমতা।**

৪। এই উক্তিটির জন্য উপযুক্ত সম্পূরক বাক্যগুলি মনোনীত করুন ঃ **পবিত্র শাস্ত্র লিখবার অনুপ্রেরণা** বলতে বুঝায়—

ক) বাইবেলের কোন একটি প্রসঙ্গের ভিত্তিতে যে কোন ধরণের সৃষ্টি কাজ।

খ) একটি বিশেষ কাজের জন্য পবিত্র আত্মার দেওয়া একটি বিশেষ সামর্থ্য বা ক্ষমতা।

গ) পবিত্র শাস্ত্রে লিখিত প্রতিটি ধারণা ও কাজ ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

ঘ) ঈশ্বরের নিজের বিষয়ে ও তাঁর পরিকল্পনার বিষয়ে প্রকাশিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার জন্য মনোনীত লোকদের উপরে পবিত্র আত্মার পরিচালনা।

ঙ) পবিত্র শাস্ত্রের মানব লেখকদের ব্যবহৃত লিখন-শৈলী ও শব্দাবলী।

চ.) কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কোন কোন কথা ব্যবহৃত হবে, ইত্যাদি সহ পবিত্র শাস্ত্রের সমগ্র বিষয়-বস্তু।

অনুপ্রেরণার নিদর্শন ঃ

এখন আমরা অনুপ্রেরণার নিদর্শনগুলি অনুসন্ধান করব। আমরা যীশুর দ্বারা পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র অনুমোদন, বাইবেলের ভাববাণীর পূর্ণতা এবং বাইবেলের বিভিন্ন প্রসঙ্গের ঐক্য সম্পর্কে আলোচনার করব।

১। **যীশু পুরাতন নিয়মের প্রতি তাঁর অনুমোদন দেখিয়েছেন।** যীশু তিন পথে পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। প্রথমতঃ, তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, সেগুলি চিরকাল থাকবে (মথি ৫ ঃ ১৭-১৮ ; লূক ১০ ঃ ২৬ ; ২১ ঃ ২২ ; যোহন ১০ ঃ ৩৫ পদ দেখুন)। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলেছেন যে, শাস্ত্র তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় (মথি ২৬ ঃ ২৪ ; মার্ক ৯ ঃ ১২ ; লূক ১৮ ঃ ৩১ ; ২৪ ঃ ৪৪ ; যোহন ৫ ঃ ৩৯)। তৃতীয়তঃ, যীশু পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, তিনি এর কর্তৃত্ব স্বীকার করেছেন (মথি ৪ ঃ ৪, ৭, ১০ ; ২১ ঃ ১৩ ; ২৬ ঃ ৩১)।

আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, যীশু পুরাতন নিয়মের কোন বাক্যাংশ বা শিক্ষাকে মিথ্যা অথবা বাজে বলে কখনও মন্তব্য করেন নি। পুরাতন নিয়মের কোন অংশ ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে তিনি অবশ্যই তা বলতেন। কিন্তু না, যিহূদিরা নিজেরা যে পবিত্র বই-গুলিকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে মেনে চলত যীশু সেগুলির প্রতি তাঁর পরি-পূর্ণ অনুমোদন প্রকাশ করেছেন। পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রের প্রতি যীশুর ভক্তি ও অনুমোদন এবং তাঁর নিজের দ্বারা সেগুলির ব্যবহার, সেগুলি যে ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত তারাই এক শক্তিশালী নিদর্শন।

২। **বাইবেলের ভাববাণী পরিপূর্ণ হয়েছে।** বাইবেল প্রতিভাবান লেখকদের লেখা একটি বই মাত্র নয়। এর অনেক ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে, যা এটাই ইংগিত করে যে, এর সাথে পবিত্র আত্মার যোগ আছে। মানুষের বুদ্ধি-মত্তাপূর্ণ যুক্তির দ্বারা কোন ভাবেই

এই সমস্ত ঘটনাগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত না। অথচ এদের অনেকগুলি ইতিমধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে, আর বাকীগুলি যথা সময়ে পূর্ণ হবে।

যীশুর জন্ম-স্থান ঃ যে ছোট্ট গ্রামটিতে মশীহের জন্ম হবার কথা, প্রকৃত ঘটনা ঘটবার প্রায় ৭০০ বছর পূর্বেই মীখা ভাববাদি তার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ "আর তুমি, হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন ; প্রাক্কাল হইতে, অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি" (মীখা ৫ ঃ ২)। যোষেফ এবং মরিয়মকে ঐ গ্রামটিতে পাওয়ার জন্য যে সব ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি কল্পনা করুন। বিশুদ্ধ মানব দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ হয়ত বলবেন যে, তারা এতে প্রায় ব্যর্থ হচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের পৌঁছানোর অল্প সময়ের মধ্যেই যীশুর জন্ম হয়েছিল। সর্বজ্ঞানী পবিত্র আত্মা জানতেন যে যিরূশালেমে স্বর্গীয় রাজার জন্ম হবে না, তাঁর জন্ম হবে ছোট্ট গ্রাম বৈৎলেহমে।

যীশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। যীশুর জন্মের ১০০০ বছরেরও বেশী পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাটি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন গীতসংহিতার লেখক। বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি! কার পক্ষে এতটা কল্পনা করা সম্ভব হত যে, বহু পুরুষের আকাংখিত সেই অভিষিক্ত ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলের জন্য পরিত্রাণ আনবেন, যিনি অনন্তকাল ধরে রাজত্ব করবার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত, তাঁর এক বন্ধু ও সহযোগীই কিনা শেষে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। বাইবেলে কিন্তু লেখা রয়েছে ঃ "আমার যে মিত্র আমার বিশ্বাসপাত্র ছিল, ও আমার রুটি খাইত, সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাইয়াছে" (গীতসংহিতা ৪১ ঃ ৯)।

যে ভাবে তাঁর মৃত্যু হবে। তৃতীয় যে ভবিষ্যদ্বাণীটি আমাকে হতবাক করে সেটি হল সেই মনোনীত ব্যক্তিকে কিভাবে বধ করা হবে সে সম্পর্কে। দায়ূদ যখন গীত সংখ্যা ২২ লিখেছিলেন তখন ইস্রায়েলের

মধ্যে এই প্রকার মৃত্যুদণ্ডের প্রচলন ছিল না। দায়ূদের সময়ে যিহূদীরা মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের পাথর মেরে বধ করত। গীতসংহিতা ২২ অধ্যায়ে ভিন্ন এক পদ্ধতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ঃ "...তাহারা আমার হস্তপদ বিদ্ধ করিয়াছে' (১৬ পদ)। যিহূদীদের কাছে এটা অদ্ভুত শোনালেও রোমীয়দের ক্রুশারোপণ চিত্রের সাথে একেবারে মিশে যায়।

ভাববাণীর মধ্যে ক্রুশারোপণের বিশদ বিবরণও দেওয়া হয়েছে। আপনার স্মরণ থাকতে পারে যে, ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের মিশর থেকে চলে যাওয়া উপলক্ষে তাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে মোশিকে বিশেষ নির্দেশাবলী দিয়েছিলেন। নিস্তার পর্বের মেষ-শাবকটি মেরে তার রক্ত দরজার উপরে ছিটিয়ে দিতে হবে। আর মাংসও বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করতে হবে। সেটিকে আস্ত রোষ্ট করতে হবে। ঈশ্বরের এইরূপ নির্দেশের পেছনে সম্ভবতঃ কয়েকটি কারণ ছিল, তবে একটি কারণ একেবারে পরিষ্কার। **কোন হাড় ভাঙ্গা হবে না।** তারা যদি মাংস (আস্ত মেষ-শাবক) সিদ্ধ করত, তাহলে হাড় গুলো ভেঙ্গে যেত এবং অংশগুলি তাদের পাত্রে বসানো যেত। কিন্তু পবিত্র আত্মা জানতেন যে, ইস্রায়েলের নিস্তার পর্বীয় মেষ শাবক ছিল সিদ্ধ নিস্তার পর্বীয় মেষ-শাবকের একটি নমুনা মাত্র। এইরূপে তাঁর জন্মের ১০০০ বছর আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে তিনি প্রহৃত হবেন, বিদ্ধ হবেন এবং অপবাদিত হবেন, কিন্তু তাঁর **একটি অস্থি ও ভাঙ্গা হবে না** (যিশাইয় ৫২ ঃ ১৩-১৫ এবং ৫৩ ঃ ১-১২ পদকে গীতসংহিতা ৩৪ ঃ ২০ পদের সঙ্গে তুলনা করুন)।

৫। যোহন ১৯ ঃ ৩১-৩৭ পদ পড়ুন, এইমাত্র আলোচিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সম্বন্ধে আমরা কি জানতে পারি তা আপনার নোট খাতায় লিখুন।

অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী। অন্যান্য আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী এমন সব পথে পূর্ণ হয়েছে যেগুলিকে একই সময়ে সংঘটিত মিলযুক্ত ঘটনা বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। একটি জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে ইস্রায়েলের পুর্নজন্মের মধ্য দিয়ে আরও যে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের

চোখের সামনে পূর্ণ হতে যাচ্ছে সেগুলির দিকে তাকান (যিশাইয় ৩৫ ঃ ১-২ ; যিহিষ্কেল ৩৭ ; সখরিয় ৮ ঃ ৭-৮ ; ১০ ঃ ৯)। দানিয়েলের পুস্তকের এত ভাববানী পূর্ণ হয়েছে যে সমালোচকরা বই খানিকে ভাববানী পুস্তকের বদলে একখানি ঐতিহাসিক বিবরণ বলে চালাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে তারা সফল হয়নি। দানিয়েল যে বাবিলের হাতে বন্দিত্বের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যে সকল প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন সেগুলি ঐ সময়েই যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল আধুনিক পণ্ডিতেরা এ সম্পর্কে নতুন নতুন নিদর্শন আবিষ্কার করছেন।

৩। **বাইবেলের প্রসঙ্গগুলির মধ্যে এক আশ্চর্য ঐক্য বিদ্যমান** যদিও ৪০ জন লেখক প্রায় ১৬০০ বছর ধরে লিখেছিলেন, তবুও বাইবেলের বইগুলির মধ্যে একটি মাত্র প্রধান প্রসঙ্গ রয়েছে ঃ **তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের আত্ম বলিদানের মাধ্যমে ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের উদ্ধার সাধন।** পবিত্র শাস্ত্রে একটি মাত্র মতবাদগত পদ্ধতি, একটি নৈতিক মানদণ্ড, একটি পরিত্রাণ পরিকল্পনা এবং যুগ পর্যায় সম্পর্কে একটি মাত্র ঐশ্বরিক পরিকল্পনা আছে। বইগুলি পরস্পরের বিরোধিতা এবং মূল প্রসঙ্গটিকে খুলিয়ে ফেলবার বদলে এক সঙ্গতিপূর্ণ পথে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এক বিস্ময়কর আত্ম প্রকাশের দ্বারা নাটকীয় পথে অগ্রসর হতে হতে শেষে শয়তানের উপরে চরম বিজয়ের মধ্যে তা সমাপ্ত হয়েছে। লেবীয় পুস্তক এবং যোহন লিখিত সুসমাচারের মত ভিন্ন প্রকৃতির বইগুলিও কিন্তু একই কাহিনী, একই মূল প্রসঙ্গ এবং একই কাজ উৎপাদন করে। চারটি সুসমাচারে আমরা খ্রীষ্টের জীবনের বিশদ বিবরণ পাই এবং তাদের প্রতিটি তাঁর চরিত্র ও পরিচর্যার এক একটি ভিন্ন দিকের উপরে আলোকপাত করে। তথাপি একত্রে সেগুলি একতাপূর্ণ এক অখণ্ড বাইবেল গঠন করে।

৬। পূর্ববর্তী অংশ না দেখে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। নোট খাতা ব্যবহার করুন।

ক) শাস্ত্র যে ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত তার তিনটি নিদর্শন উল্লেখ করুন।

খ) যীশু যে পুরাতন নিয়মের কর্তৃত্ব বা প্রামানিকতা মেনে নিয়েছেন তা তিনি কিভাবে দেখিয়েছেন ?

গ) বাইবেলের এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উদাহরণ দিন যা পূর্ণ হয়েছে।

ঘ) আদি পুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত বাইবেলের প্রধান প্রসঙ্গটি কি ?

পবিত্র শাস্ত্রের অদ্বিতীয়ত্ব ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ পুরাতন ও নূতন নিয়মের শাস্ত্রীয় মানদণ্ডের অদ্বিতীয় বিচারের মূলনীতি গুলি বলতে এবং শাস্ত্রীয় মানদণ্ড সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি সনাক্ত করতে পারা।

আমরা যখন পবিত্র শাস্ত্রের অদ্বিতীয়ত্বের কথা বলি তখন আমরা বুঝি যে ঐশ্বরিক সত্য সম্পর্কে বাইবেল হচ্ছে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ লিখিত আত্ম প্রকাশ। আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর তাঁর আত্ম প্রকাশের বিবরণ লিখবার জন্য কয়েক জন মানব লেখক ব্যবহার করেছিলেন। ঐশ্বরিক আত্ম প্রকাশ সম্পূর্ণ হতে কত সময় লেগেছিল তা ও আমরা আলোচনা করেছি। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাগে ঃ ১) এই আত্ম প্রকাশ কখন সম্পূর্ণ হয়েছিল ? ২) কি কি বিষয় ঐশ্বরিক আত্ম প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত ? এখন আমরা এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করব।

ঐশ্বরিক আত্ম প্রকাশের পূর্ণতা ঃ

পুরাতন নিয়মের প্রতি যীশুর মনোভাব সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি—তিনি এর বহু উদ্ধৃতি দেওয়ার মাধ্যমে এর প্রতি তাঁর অনুমোদন দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পৃথিবীর পরিচর্যা জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি আভাষ দিয়েছেন যে শিষ্যদের কাছে তাঁর আরও অনেক সত্য প্রকাশ করবার আছে ঃ

> তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে,
> কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না।
> পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ

দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন ; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার ; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে জানাইবেন (যোহন ১৬ ঃ ১২-১৫)।

এই শাস্ত্রাংশে আমরা দেখি যে, পবিত্র আত্মা আরও অনেক সত্য প্রকাশ করবেন। **ভবিষ্যতের ঘটনাবলী** ("আগামী ঘটনা ও") **পথ-নির্দেশ এবং জ্ঞানালোক** ("যাহা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন"), এবং আরও **মতবাদগত সত্য** ("সমস্ত সত্যের") যা কিছু **ঈশ্বরের সন্তোষজনক পথে** ("তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন") জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয়তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যীশুর এই বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত ঃ

১। তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁর অনুসারীদের সমস্ত সত্যে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশ সম্পূর্ণ করবেন (১৩ পদ) অর্থাৎ তিনি (পবিত্র আত্মা) যীশুর শিক্ষা মালা বুঝতে ও জীবনে প্রয়োগ করতে তাদের সক্ষম করবেন।

২। নূতন নিয়মের বিবরণ মানব লেখকদের কাছে প্রকাশিত ও লিখিত হওয়ার আগেই তিনি এর প্রতি ইংগিত করেছেন। আপনি বলতে পারেন যে, তিনি আগেই তা **বৈধ** করেছেন। বৈধ করা মানে অনুমোদিত এবং প্রামাণ্য বলে ঘোষণা করা। এই পথে সুসমাচারগুলি, প্রেরিতদের কার্য বিবরণ, পত্রাবলী, এবং প্রকাশিক বাক্য লেখকদের কার্যাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, সেগুলির ব্যাখ্যা ও অনুমোদন করা হয়েছে।

পৌল, এবং অন্যান্য লেখকেরা এই আভাষ দিয়েছেন যে তারা যা লিখেছেন তা সবই ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত বা প্রত্যাদিষ্ট। ইফিষীয় ৩ঃ ১-১২ পদে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে পৌল বলেন যে তিনি, অন্যান্য প্রেরিত ও ভাববাদিগণ পূর্বে অজ্ঞাত সত্য সম্পর্কে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ লাভ করেছেন। পিতরও পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রকাশিত বিষয় সমূহ লিখে রাখবার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন (১ পিতর ১ঃ ২০-২১)। ২ পিতর ৩ঃ ১৫-১৬ পদে তিনি প্রেরিত পৌলের লেখা মতবাদগত শিক্ষাকে **শাস্ত্রলিপি** বলে উল্লেখ করেছেন।

৬৪ অথবা ৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুসমাচারগুলি এবং পত্রাবলীর অধিকাংশই ও মণ্ডলীগুলির মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। পরে, ২৫ থেকে ৩০ বছর পর প্রেরিত যোহন প্রকাশিত বাক্য লাভ করেন। পবিত্র আত্মা প্রেরিতকে এই আত্ম প্রকাশ গ্রহণের ক্ষমতা দেন, এবং এর মাধ্যমে ঐশ্বরিক আত্ম প্রকাশ সম্পূর্ণ করেছেন। এখন যেহেতু পবিত্র শাস্ত্র সম্পূর্ণ হয়েছে, তাই আমরা এর সাথে কিছু যোগ বা এ থেকে কোন বিষয় বাদ দেব না। ঈশ্বর প্রায় ১৬০০ বছর ধরে ক্রমাগত ভাবে তাঁর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। এর বেশী আমাদের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর তাঁর নিজের বিষয়ে এবং তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু বলতে চান সবই তিনি বলেছেন।

এর অর্থ হোল, পবিত্র আত্মার যে বিশেষ অনুপ্রেরণার ফলে ঈশ্বরের বাক্য লিখিত হয়েছিল তা আজ আমাদের সময়ে ঘটবে না। তা শুধুমাত্র শাস্ত্র লেখকদের জন্যই ছিল। আমরা তাঁর রাজ্য বিস্তারের জন্য ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারি, কিন্তু তাঁর লিখিত আত্ম প্রকাশের সাথে কোন কিছু যোগ করবার জন্য নয়। পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষা পাঠ, অধ্যয়ন এবং জীবনে প্রয়োগ করবার দ্বারা আমরা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, ঈশ্বর সত্য সত্যই **পরিষ্কার ভাবে, সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে** আমাদের কাছে কথা বলেছেন, আর তিনি আমাদের যা কিছু জানাতে চেয়েছেন তা তিনি **সম্পূর্ণরূপে** প্রকাশ করেছেন। এর চেয়ে বেশী কিছুর প্রয়োজন নেই, কিম্বা অভিপ্রেত ও নয়।

আমাদের জানা দরকার যে, ঈশ্বর আজও তাঁর মণ্ডলীর কাছে কথা বলেন। ঈশ্বরের বাক্য বলবার দানটির মাধ্যমে পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের কাছে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন। কিন্তু সমস্ত ভাববাণী গ্রহণ করবার জন্য সেগুলিকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের (বাইবেলের) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, তা অবশ্যই বিশ্বাসীদের গড়ে তোলবে, তাদের উৎসাহ ও সান্ত্বনা দান করবে (১ করিন্থীয় ১৪ ঃ ৩)। প্রেরিতিক যুগে মণ্ডলীর জন্য সাধারণ নির্দেশরূপে যে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করা হয়েছিল, এগুলি তার পরিবর্তে স্থান গ্রহণ করতে পারে না ; কিম্বা সেগুলি বিরোধিও হতে পারে না।

৭। আমরা দেখেছি যীশু পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র থেকে প্রায়ই উদ্ধৃতি দেওয়ার মাধ্যমে পুরাতন নিয়মকে বৈধতা দান করেছেন। নূতন নিয়মের শাস্ত্র সম্পর্কে এই প্রশ্নগুলির উত্তর আপনার নোট খাতায় লিখুন।

ক) কোন্ শাস্ত্রীয় বচন আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে, যীশু আগেই নূতন নিয়মের শাস্ত্রকে বৈধতা দান করেছিলেন।

খ) আরও যে সত্য প্রকাশিত হবে তার মধ্যে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে এ বিষয়ে কি বলেছেন ?

গ) এমন দু'টি শাস্ত্রীয় বচন উল্লেখ করুন যা দেখায় যে, প্রেরিতেরা নিজেরাই তারা যা লিখেছিলেন তাকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে স্বীকার করেছেন।

শাস্ত্রীয় মানদণ্ড ঃ

সর্বশেষ শাস্ত্রীয় প্রত্যাদেশের পরে প্রায় ২০০০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। প্রথমে পুরাতন নিয়মে প্রকাশিত ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা এবং নূতন নিয়মে মানুষের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত আহ্বান এর অন্তর্ভুক্ত।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, "প্রত্যাদিষ্ট সত্য সমূহের এতো সব বিবরণ কিরূপে একখানি বইয়ের মধ্যে আনা হোল ? কখন

এই কাজ হাতে লওয়া হয়েছিল ? বাইবেল গঠনের জন্য কোন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ?" আমরা এখন এই প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

পুরাতন নিয়ম গঠন ঃ

পুরাতন নিয়মের ৩৯ খানি বইকে আমরা একটি 'ক্যানন' বা প্রামাণ্য পুস্তক বলে থাকি। **ক্যানন** কথাটি এসেছে গ্রীক **'কানুন'** থেকে যার মূল অর্থ "একটি নল বা দণ্ড।" পরে এই কথাটিই একটি "মাপদণ্ড, একটি নিয়ম বা আদর্শ" বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র শাস্ত্রের ক্ষেত্রে **ক্যানন** বা প্রামাণ্য বলতে সেই বইগুলিকে যেগুলিকে বিচারের কতিপয় মূলনীতির ভিত্তিতে পরিমাপ করে দেখা গেছে যে তারা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বাক্য রূপে অনুমোদন লাভের জন্য সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করে।

সংক্ষেপে পুনরীক্ষণ করে দেখা যাক। ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশের শুরুর বিবরণ মোশি খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৫০ সালের দিকে লিপিবদ্ধ করেছেন। পুরাতন নিয়মের সর্বশেষ আত্ম প্রকাশের বিবরণ খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দির দিকে লেখা হয়েছিল। মোশিকে পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচখানি বইয়ের লেখক বলে ধরা হয়, এই বইগুলিকে অনেক সময় **ব্যবস্থা বা আইন পুস্তক** বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। হিব্রু বাইবেলে এর পরেই ছিল **ভাববাদিগণের পুস্তক**—ভাববাদিদের কাছে প্রকাশিত বইগুলি যার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বইগুলি হচ্ছে **বিবিধ রচনা** (বা দলিল)। উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে (যেমন 'ইস্টের' পুরীম উৎসবে পাঠ করা হয়েছিল) লিখিত বই, এবং কাব্য পুস্তক (গীতসংহিতা, হিতোপদেশ, ইয়োব), অ-ভাববাদীয় ঐতিহাসিক পুস্তক (দানিয়েল, ইষ্রা, নহিমিয়, এবং বংশাবলী—যেগুলি এমন লোকদের লেখা যারা ভাববাদি ছিলেন না, যদিও দানিয়েলের মধ্যে ভাববাদি সুলভ গুণাবলী দৃষ্ট হয়েছে) ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। বাইবেলের যে ৩৯ খানি বইকে আমরা পুরাতন নিয়ম বলে থাকি হিব্রু বাইবেল সেই একই বইগুলি নিয়ে গঠিত।

যিহূদী ঐতিহাসিক যোসেফাসের (৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) লেখা থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে ইষ্রা এবং খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দির মহা-ধর্মধামের সদস্যদের তত্বাবধানে পুরাতন নিয়মের বইগুলি একত্রিত করা হয়েছিল। যে ৩৯ খানি পুস্তক আমাদের উল্লিখিত ব্যবস্থা, ভাববাদীগণ এবং বিবিধ রচনা (বা দলীল) এই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল, ঈশ্বরের প্রজাগণ সেগুলিকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট এবং তাদের বিশ্বাস ও আচরণের একমাত্র আদর্শ জ্ঞান করত। ৭০ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্যালেষ্টাইনের জামনিয়াতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাগুলির লিখিত বিবরণে, আমরা যে বইগুলিকে পুরাতন নিয়ম বলি, সেই ৩৯ খানি প্রামাণ্য বইয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

নূতন নিয়ম গঠন ঃ

যীশু খ্রীষ্টের আগে দুই শতাব্দি ধরে ইস্রায়েল বিদেশী জাতিদের হাতে অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়ন ভোগ করেছে। লোকদের মনে প্রশ্ন জেগেছে "কেন ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করে এসব বন্ধ করছেন না? ন্যায়-বিচারের কি কোনই আশা নেই?"

উদ্বিগ্ন অন্তরের এই প্রশ্নগুলির জবাবেই বুঝি বা **প্রত্যাদিষ্ট সাহিত্য** নামে এক শ্রেণীর বই লেখা হয়েছিল (জগৎ-বিধ্বংসী হিংসাত্মক ঘটনাবলীর পূর্বাভাষ সম্পর্কিত)। এই সময়ে এমন অনেক বই পুস্তক লেখা হয়েছিল যেগুলিকে বাইবেলের বিভিন্ন প্রাচীন লেখক-দের লেখা হিসেবে মিথ্যা দাবি করা হয়েছিল। এই তথাকথিত ভাববাণী সমূহ এই দাবি করেছিল যে ঈশ্বর শীঘ্রই জগতের বিচার করবেন দুষ্টদের ভয়ানক শাস্তি এবং ধার্মিকদের পুরস্কার দেবেন। এই সমস্ত সাহিত্যের কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও যিহূদীরা কিম্বা প্রাচীন মণ্ডলী কেউই একে পবিত্র শাস্ত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে স্বীকার করেন নি। এই প্রকার সাহিত্যের একটি উদাহরণ হোল **এপোক্রিফা** নামে পরিচিত একটি পুস্তক সমষ্টি।

এই প্রকার পটভূমির মধ্যে যীশু এসেছিলেন, তিনি এসে পরিচর্যা করেছেন, মৃত্যু বরণ করেছেন, পুনরুত্থান করেছেন এবং পুনরায় স্বর্গে পিতার কাছে ফিরে গিয়েছেন। তিনি এসেছিলেন পাপের অন্ধকারে নিমজ্জিত লোকদের জন্য আশা এবং আলো আনবার জন্য; কিন্তু তিনি দুষ্টদের শাস্তি দেননি, কিম্বা ধার্মিকদের পুরস্কৃত ও করেন নি। তিনি বরং মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বিশ্বাসীদেরকে পৃথিবীর সব জায়গায় সুসমাচার বাক্য প্রচার করতে বলেছিলেন। তিনি বিশেষ ভাবে বলেছেন যে, তিনি যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর শিষ্যদেরকে তার সব কিছুই প্রচার করতে হবে (মথি ২৮ঃ২০)। তাই স্পষ্টতঃই তাঁর শিক্ষা মালার একখানি লিখিত বিবরণ থাকা প্রয়োজন হয়েছিল।

প্রাচীন মণ্ডলী বিশ্বাসীদের সংখ্যায় যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করতে লাগল, সুসমাচার বাক্য প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বাসীরাও ততই পরিপক্ক হয়ে উঠতে লাগলেন। প্রভুর পার্থিব জীবন কালে যারা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন তারাই এই পরিচর্যা আরম্ভ করেছিলেন। বিশ্বাসীরা আত্মিক ভাবে যতই বৃদ্ধি পেতে লাগলেন দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যায়, কৃষ্টিগত পার্থক্য, সমাজের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া এবং স্বীকৃতি ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও মতবাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রশ্নের উদয় হতে লাগল। প্রৈরিতিক নেতাগণ শিক্ষা-নির্দেশ সম্বলিত চিঠি লিখবার মাধ্যমে এই প্রয়োজন পূরণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই চিঠিগুলি পত্রাবলী নামে পরিচিত এবং এগুলি তখনকার মণ্ডলীগুলিতে বিতরণ করা হয়েছিল। এই লেখাগুলি ছিল পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং এগুলি পবিত্র শাস্ত্র রূপে গৃহিত হয়েছিল (২ পিতর ৩ঃ১৫, ১৬)। পরে প্রেরিতগণ এবং মণ্ডলীর প্রথম যুগের নেতা ও বিশ্বাসীগণ বৃদ্ধ বয়সের দিকে এগোতে থাকলে পবিত্র আত্মা কোন কোন লেখককে যীশু খ্রীষ্টের জীবন লিপিবদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন (২ পিতর ১ঃ১২-১৫)। এই বিবরণ গুলিকে সুসমাচার বলা হয় (মথি, মার্ক, লূক এবং যোহন লিখিত সুসমাচার)।

আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মণ্ডলী যখন এই ভাবে পরিপক্ক হচ্ছিল ঠিক তখনই তাদের মধ্যে "ভণ্ড ভ্রাতা" "ভণ্ড প্রেরিতগণ" এবং "খ্রীষ্ট বিদ্বেষীদের" উদয় হয়েছিল ; যারা মণ্ডলীতে তাদের ভুল শিক্ষা দিয়ে লোকদের বিপথে নেবার চেষ্টা করছিল। (পড়ুন ঃ ২ করিন্থীয় ১১ ঃ ১২-১৫ ; গালাতীয় ১ ঃ ৬-৯ ; ৩ ঃ ১১ ; কলসীয় ২ ; ১ তীমথিয় ৪ ঃ ১-৩ ; ২ থিষলনীকীয় ২ ; ২ পিতর ২ ; ১ যোহন ২ ঃ ১৮-১৯ ; এবং যিহূদা—এই শাস্ত্রাংশগুলিতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে।) পবিত্র শাস্ত্রের মত অন্যান্য প্রকার সাহিত্য ও মণ্ডলীতে প্রচারিত হয়েছে। কালক্রমে মণ্ডলী তাই ঈশ্বরে প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র চিহ্নিত করে একে মণ্ডলীতে উপযুক্ত স্থান দেবার জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করেছিল। এই পদক্ষেপের ফলে পবিত্র শাস্ত্র অন্যান্য সমস্ত সাহিত্য থেকে এক স্বতন্ত্র স্থান লাভ করেছিল।

নূতন নিয়মের শাস্ত্রের জন্য মানদণ্ড বা ক্যানন ছিল ঃ

১। তা অবশ্যই কোন একজন প্রেরিতের দ্বারা লিখিত বা সমর্থিত হতে হবে।

২। এর বিষয়বস্তু এমন আত্মিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হবে যে তাকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে চেনা যাবে।

৩। তা অবশ্যই সার্বজনীন ভাবে মণ্ডলীর দ্বারা ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে গৃহীত হতে হবে।

মণ্ডলী ইতিহাসের একেবারে শুরুতেই নূতন নিয়মের ২৭ খানি বইকে এই সকল মূলনীতির আলোকে পরিমাপ করা হয়েছিল এবং অলিখিত ভাবে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক ভাবে এটা স্বীকৃত হয় ৩৯৭ সালে, যখন কার্থেজের মহাসভা (মণ্ডলীর একদল নেতাদের সভা) বর্তমানে নূতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ২৭টি বইকে নূতন নিয়মের প্রামাণ্য শাস্ত্র হিসেবে ঘোষণা দান করে। এইরূপে, পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত বিশ্বাসীদের কাছে আগেই যা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল চার্চ-কাউন্সিল পরে তাকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিপাদন করেছিল মাত্র।

৯। নূতন ও পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রকে প্রামাণ্য ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্ররূপে গ্রহণের আনুমানিক তারিখ এবং কারা এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন তা উল্লেখ করুন।

ক) পুরাতন নিয়ম .....

খ) নূতন নিয়ম .....

১০। নূতন নিয়মের প্রামাণ্য পুস্তক সমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত মণ্ডলীর প্রাচীন লেখাগুলি মনোনয়নের জন্য বিচারের তিনটি মূলনীতি আপনার নিজের কথায় লিখুন। (উত্তর আপনার নোট খাতায় লিখুন।)

পাণ্ডুলিপির বিশ্বাস যোগ্যতা ঃ

পবিত্র আত্মার যে বিশেষ অনুপ্রেরণার অধীনে লেখকেরা ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বাক্য লিখেছিলেন তা তাদের আদি বা মূল পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আজ আমাদের কাছে আদি পাণ্ডুলিপিগুলির একটিও নেই বটে, কিন্তু সেই মূল দলিলগুলির নির্ভর যোগ্য অনুলিপি আমাদের কাছে আছে। এই অনুলিপিগুলির মধ্যে যেহেতু কিছুটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাই আমরা ঠিক ঠিক বলতে পারি না যে প্রতিটি অনুলিপিই ঈশ্বর অনুপ্রাণিত ছিল।

সে যা হোক, পবিত্র শাস্ত্রের অনুলিপি প্রস্তুত ও হস্তান্তরের মধ্যেও আমরা ঈশ্বরের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের বহু নিদর্শন দেখতে পাই। প্রকৃত পক্ষে, এত সুদীর্ঘ বছর ধরে নির্ভুল ভাবে শাস্ত্র বাক্য রক্ষা করা ঈশ্বরেরই আশ্চর্য দুরদর্শিতা ও তত্বাবধানের নিদর্শন। আপনি সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন করতে পারেন, "বিভিন্ন অনুলিপির মধ্যে যেহেতু কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান, তাই শাস্ত্রকে কতখানি নির্ভুল বলা চলে?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা অবাধে এবং মহা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি ঃ "তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর যোগ্য! এই প্রকার পার্থক্য কোন মতবাদগত বিশ্বাস বা শিক্ষাকে প্রভাবিত করে না বা ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিকেও বদলে দেয় না।"

প্রকৃত ঘটনা হোল, বাইবেলের বহু পণ্ডিত প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলি একে অন্যের সাথে এবং অন্যান্য নির্ভর যোগ্য পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখবার জন্য বহু বছর ব্যয় করেছেন। তারা বহু গবেষণা কার্য সম্পন্ন করেছেন। সম্প্রতি মরু সাগরের কাছে বাইবেলের প্রাচীন অনুলিপি আবিষ্কারের ফলে এই কাজ অনেক সহজ সাধ্য হয়েছে।

এই সমস্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধান কার্যের ফল থেকে আমরা এই নিশ্চয়তা লাভ করি যে, আমাদের হাতে বাইবেলের যে অনুলিপি আছে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর যোগ্য। সেগুলি এই ইংগিত করে যে আমাদের হাতে বর্তমানে যে হিব্রু ও গ্রীক পাণ্ডুলিপি আছে তা বস্তুতঃ আদি পাণ্ডুলিপি গুলিরই অনুরূপ (যেগুলিকে **অটোগ্রাফ** বা **স্বহস্ত লেখ্য** বলা হয়), আর পুরাতন ও নূতন নিয়মের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলি সবই অক্ষত রয়েছে। ঈশ্বর, যিনি মানুষকে তাঁর প্রকাশিত বিবরণ লিখবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তিনি বহু যুগ ধরে তা রক্ষাও করেছেন। বাইবেল যে ঈশ্বরের বাক্য সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারি।

বাইবেল থেকে যদিও এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ লাভের জন্য পবিত্র আত্মার এক বিশেষ অনুপ্রেরণা আবশ্যক হয়েছিল (২ পিতর ১ঃ ২০-২১), তবুও বাইবেল থেকে আমরা এমন সিদ্ধান্ত করতে পারি **না** যে, যারা শাস্ত্র অনুবাদ, হস্তান্তর ও এর অনুলিপি প্রস্তুত করেন তারাও একইরূপ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এর দ্বারা আমি অবশ্য এমন কথা বলতে চাই না যে, অনুবাদগুলি নির্ভর যোগ্য নয়। পক্ষান্তরে আমরা জানি যে, বর্তমানের এবং অতীতের অধিকাংশ অনুবাদই দক্ষ পণ্ডিতদের দ্বারা পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং করা হয়। তাদের অধিকাংশই অস্বাভাবিক উন্নত মান সম্পন্ন। কিন্তু একটি বিষয় আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, কোন একটি অনুবাদকে আমরা আমাদের বিশ্বাস ও আচরণের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বলে গ্রহণ করতে পারি না। একটি অনুবাদের সাথে অপর একটি অনুবাদের তুলনা করে প্রগাঢ় পণ্ডিত্যের আলোকে প্রতিটির গুণাবলী বিবেচনা করাই আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

১১। এই পাঠের আলোচনা অনুসারে শাস্ত্রীয় মানদণ্ড সম্পর্কে নীচের কোন উক্তিগুলি **সত্য** ?

ক) আমাদের হাতে আদি পাণ্ডুলিপি নাই বলে পবিত্র শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বইগুলি ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বাক্য কিনা সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না।

খ) **পবিত্র শাস্ত্রীয় মানদণ্ড** কথাটি এই ইংগিত করে যে বাইবেলের সকল পুস্তক এই মানদণ্ডের শর্তাবলী পূরণ করেছে ঃ সেগুলি ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট।

গ) আমরা প্রত্যায়ের সঙ্গে বাইবেলের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, কারণ ঈশ্বর শুধুমাত্র তা লিখবার জন্যই অনুপ্রাণিত করেন নি, অধিকন্তু বহু শতাব্দি ধরে সেগুলি রক্ষাও করেছেন।

ঘ) ঈশ্বর যে শুধুমাত্র শাস্ত্র লেখকদেরই এক বিশেষ পথে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তা নয় কিন্তু অধিকন্তু যে পণ্ডিতেরা বাইবেল অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করে তাদের ও তিনি অনুপ্রাণিত করেন, ফলে সকল অনুবাদই পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য।

ঙ) কিছু প্রত্যাদেশমূলক সাহিত্য, যেমন এপোক্রিফা পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রীয় মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ) আমাদের পুরাতন নিয়ম হিব্রু বাইবেলের মত একইরূপ।

ছ) পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে ৩৯ খানি এবং নূতন নিয়মে ২৭ খানি বই আছে।

পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা এবং বিশেষণের উপযুক্ত পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারা।

শাস্ত্র পাঠ করবার সময় আপনি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, শাস্ত্রের কোন কোন বিশেষ পদাবলী বা অংশ স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের কাজ এবং উদ্দেশ্য শিক্ষা দান করে বলে মনে হয় না। মানুষের কাছ থেকে তিনি কি আশা করেন সে গুলি তাও প্রকাশ করে না। এমন কি আপনি

হয়তো দেখে অবাক হয়েছেন যে কোন কোন অংশে ঈশ্বরের বিন্দু মাত্র উল্লেখও নেই। উদাহরণ স্বরূপ আমার মনে অনেক সময় প্রশ্ন জেগেছে যে, উপদেশক বইখানির কি মূল্য থাকতে পারে, আর কেনই-বা বইখানি ঈশ্বরের বাক্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অনেক উক্তি শাস্ত্রের অপরাপর অংশের শিক্ষার বিরোধিতা করে। এই বইখানি পড়লে আপনি দেখবেন "সকলই আসার" (১ঃ২)—এই প্রসঙ্গটি এর সর্বত্র জাল বিস্তার করেছে।

এই ধরণের বিশেষ পদাবলী বা অংশের সম্মুখীন হলে আমাদের অবশ্যই সতর্কভাবে সেগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে, যেন সেগুলির নির্ভুল অর্থ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। এই পদ গুলির আগে ও পরে কি আছে তা আমাদের পড়তে হবে। উপদেশক বই খানির ক্ষেত্রে আমরা এই উক্তিগুলিকে যেন বইখানির অবশিষ্ট অংশ অথবা সমগ্র বাইবেল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে আমাদের জীবনের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার না করি। কি "অসার বা নিরর্থক" তা বুঝবার জন্য আমাদের অবশ্যই সমগ্র উপদেশক বইখানি পড়তে হবে। বইখানির শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে সমগ্র বইখানির বানী আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। লেখক অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন যে **ঈশ্বরবিহীন** যে জীবন তা একেবারেই বাজে এবং নিরর্থক। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন একটি উপকারী পরামর্শের আকারে তিনি আমাদের তা দিতে চান ঃ

> তুমি যৌবনকালে আপন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ কর।.....ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার আজ্ঞাসকল পালন কর, কেননা ইহাই সকল মানুষের কর্তব্য। কারণ ঈশ্বর সমস্ত কর্ম এবং ভাল হউক, কি মন্দ হউক সমস্ত গুপ্ত বিষয়, বিচারে আনিবেন (১২ঃ১, ১৩-১৪)।

এই উদাহরণ থেকে আমরা একটি মূল্যবান শিক্ষা পাই ঃ **সমগ্র বাইবেলের শিক্ষার আলোকেই সকল শাস্ত্রাংশের বিশ্লেষণ ও অর্থ ব্যাখ্যা করতে হবে।** আমরা যদি এই মূল-

নীতিটি শিক্ষা করি ও তা জীবনে প্রয়োগ করি, তাহলে এক শক্ত ভিত্তির উপরে আমরা আমাদের জীবন গড়ে তুলব। কোন একটি বিচ্ছিন্ন পদ বা শাস্ত্রাংশের উপরে আমরা আমাদের জীবন ও কাজের ভিত্তি স্থাপন করতে সাহস করি না। এই মূলনীতি অনুসরণ না করলে আমরা গুরতর অসুবিধার মধ্যে পড়তে পারি।

ঈশ্বর তাঁর বাক্যের শিক্ষা বুঝতে সাহায্য করবেন। পবিত্র আত্মা শাস্ত্র লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন আর যারা শাস্ত্র পাঠ করে তাদের মনকে তিনি **আলোকিতও** করে থাকেন। এর মানে বিশ্বাসী বাইবেলে যা পাঠ করেন তিনি যেন তা বুঝতে পারেন সে জন্য পবিত্র আত্মা তার মনকে **জ্ঞানালোক দান করেন**। পাপ মানুষের মনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলেছে বলে পবিত্র আত্মার সাহায্যে ছাড়া কেহই উপযুক্তরূপে শাস্ত্র বুঝতে পারে না। কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন আমাদের অন্তরে বাস করেন, তখন তিনি আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের সত্য পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেন এবং এর নির্ভুল অর্থ বুঝতে সাহায্য করেন। (দেখুন ঃ রোমীয় ১ ঃ ২১; ইফিষীয় ১ ঃ ১৮; ৪ ঃ ১৮; ১ করিন্থীয় ২ ঃ ৬-১৬; এবং ১ যোহন ২ ঃ ২০, ২৭)।

অতএব বাইবেল হচ্ছে মানুষের কাছে ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশের বিবরণ। এর কোন কোন উক্তি পরস্পর বিরোধী মনে হলেও সমগ্র বই অথবা সমগ্র বাইবেলের আলোকে অর্থ করা হলে তাদের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। তদুপরি পবিত্র আত্মা আমাদের মনকে আলোকিত করেন যেন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের নির্ভুল অর্থ এবং তিনি আমাদের যে শিক্ষা দিতে চান তা বুঝতে পারি।

১২। উক্তিটি সম্পূর্ণ করে লিখুন ঃ সমগ্র ..... শিক্ষার আলোকেই সকল শাস্ত্রাংশের বিশ্লেষণ ও অর্থ ব্যাখ্যা করতে হবে।

পবিত্র শাস্ত্রের কর্তৃত্ব ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের কোন্ কর্তৃত্বের স্থান লাভ করা উচিৎ, তা বলতে পারা।

বাইবেল অধ্যয়ন করতে গিয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদয় হয়। আমাদের জীবন ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে আমরা বাইবেলকে কি প্রকার গুরুত্ব দেব? শাস্ত্র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে ঈশ্বরের অনুভূতি প্রকাশ করে। **আমরা জানতে পারি যে শাস্ত্রই হবে আমাদের বিশ্বাস ও আচরণের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব** (২ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬-১৭)।

লোকদের সাথে তাঁর যোগাযোগের শুরুতেই ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে, তিনি চান যেন তারা তাঁর আদেশমালা জেনে সেই মত কাজও করে, "আমি যে কোন বিষয় তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, তোমরা তাহাই যত্ন পূর্বক পালন করিবে; তুমি তাহাতে আর কিছু যোগ করিবে না, এবং তাহা হইতে কিছু হ্রাস করিবে না" (দ্বিঃ বিঃ ১২ ঃ ৩২)। এমন কি তিনি একথাও বলেছেন যে তারা তাঁর বাক্য বুঝেছে কিনা ও তা পালন করে কিনা তা দেখবার জন্য তিনি তাদের পরীক্ষা করবেন (দ্বিঃ বিঃ ১৩ ঃ ৩)।

কোন একজন ভাববাদী কিম্বা স্বপ্নের অর্থকারী যদি আপনার এলাকায় এসে একটা আশ্চর্য কাজ করে, কিম্বা কোন এক বিশেষ পথে একটা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, তাহলে তাতেই কি সেই ব্যক্তি একজন প্রকৃত ভাববাদী হয়ে যাবেন? না, বরং যদি ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই যে শিক্ষা দিয়েছেন তার সাথে সেই ব্যক্তির কথার মিল থাকে, তবেই তা সম্ভব। (দেখুন ঃ দ্বিঃ বিঃ ১৩ ঃ ১-৩)।

পবিত্র শাস্ত্রে বারংবার এই মূলনীতির উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্ময়-কর ঘটনা, চিহ্ন কার্য, আশ্চর্য কাজ, অথবা এমন কোন বিষয় যা শুধুমাত্র চিত্ত বিনোদনের ব্যাপার, কিম্বা ঈশ্বরের বাকোর সত্য থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যেতে পারে এমন কোন কিছু যার দ্বারা আমরা যেন বিপথে চালিত না হই।

যীশুর সাথে আমাদের সম্পর্ক রক্ষার উপায় হচ্ছে তাঁর বাক্য অনু-সারে জীবন যাপন করা। 'তোমরা যদি আমার আজ্ঞাসকল পালন

কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করিবে" (যোহন ১৫ঃ১০)। তাঁর প্রকাশিত ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হওয়ার দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসা দেখাতে পারিঃ "আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু" (যোহন ১৫ঃ১৪)।

ঈশ্বরের বাক্যই সত্য স্বরূপ (যোহন ১৭ঃ১৭)। তাই আমরা অবশ্যই এই বাক্যকে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমবেত মণ্ডলীর জীবনের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব স্বরূপ করব। আমাদের গীর্জাঘর গুলিতে আমরা মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে পুলপীট স্থাপন করি, কারণ সেখান থেকেই ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা হয়। এই চিত্রটি দায়ূদের এই কথার ব্যাখ্যা দান করেঃ "কেননা তোমরা সমস্ত নাম অপেক্ষা তুমি আপন বচন মহিমান্বিত করিয়াছ" (গীতসংহিতা ১০৮ঃ২)।

আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বাইবেলের শিক্ষাকে আমাদের পরিবার-পরিজন কিম্বা বন্ধু-বান্ধবদের উপরে স্থান দিতে হবে। এর সতর্কবানী এবং পথ-নির্দেশের প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের আবেগকে অবশ্যই-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে হবে।

এই জন্যই আমাদের মণ্ডলীগুলিতে সুস্থ বাইবেলের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অবশ্যই বিশ্বাসীর অন্তরে ধারাবাহিক বাইবেল অধ্যয়নের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তুলব। লোকেরা ঈশ্বরের গৃহে একত্রে মিলিত হবে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তিত্বের জন্য নয়, কিন্তু তারা ঈশ্বরের বাক্য ভালবাসে বলেই।

তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে,
কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকিবে।
যিশাইয়া ৪০ঃ৮

১৩। এই অংশে আমরা যা শিক্ষা দিয়েছি তার ভিত্তিতে আপনার নোট খাতায় ব্যাখ্যা করে লিখুন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্য কোন্ কর্তৃত্বের আসন পাবার দাবিদার।

পরীক্ষা ঃ

মিল দেখানো ঃ

১। ডান পাশের বিশষণগুলির সাথে তাদের উপযুক্ত সংজ্ঞাগুলি মেলান।

…ক) অলিখিত কাহিনী এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষের (বংশের) কাছে হস্তান্তর।

…খ) পবিত্র আত্মা যখন আমাদের শাস্ত্র বুঝতে সাহায্য করেন তখন যা ঘটে।

…গ) পবিত্র শাস্ত্রের আদি পাণ্ডুলিপি সমূহ।

.. ঘ) যে লেখকগণ বাইবেলের বইগুলি লিখেছেন পবিত্র আত্মার দ্বারা তাদের পরিচালনা দেবার একটি বিশেষ কাজ।

…ঙ) ঈশ্বরের দ্বারা নিজেকে এবং তাঁর কার্যাবলী প্রকাশ, অন্যথায় যা জানা যেত না।

…চ) জগৎ বিধ্বংসী হিংসাত্মক ঘটনাবলীর পূর্বাভাষ সম্পকিত রচনাবলী।

…ছ) কোন বইগুলি ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট তা নির্ণয়ের জন্য কতিপয় মূলনীতি অনুসারে পরিমাপ পদ্ধতি।

১) প্রত্যাদেশমূলক সাহিত্য।
২) অটোগ্রাফ বা স্ব-হস্তলেখ্য।
৩) মৌখিকভাবে পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত কাহিনী।
৪) ক্যানন বা মানদণ্ড।
৫) অনুপ্রেরণা।
৬) আলোকিত করণ।
৭) আত্ম প্রকাশ।

সত্য-মিথ্যা। যে উক্তিগুলি সত্য সেগুলির পাশে স, এবং যেগুলি মিথ্যা সেগুলির পাশে মি লিখুন।

…. ২। মণ্ডলী হচ্ছে বিশ্বাস ও আচরণ সম্পকিত সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব।

……৩। ঈশ্বরের বাক্যের সত্য বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই সমগ্র বাইবেলের শিক্ষার আলোকে অংশটির বিশ্লেষণ ও অর্থ ব্যাখ্যা করতে হবে।

..... ৪। পবিত্র শাস্ত্র লিখবার যে অনুপ্রেরণা তার মধ্যে আদি পাণ্ডুলিপি বা স্বহস্তলেখ্য প্রস্তুত, স্বহস্তলেখ্যের বিভিন্ন অনুলিপি প্রস্তুত, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ এবং বিভিন্ন সংস্করণ প্রস্তুত, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

..... ৫। ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বাক্য রূপে বাইবেল যে নির্ভর যোগ্য সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, কারণ ঈশ্বর যে বহু শতাব্দি যাবৎ বাইবেলের নির্ভুল বিবরণ রক্ষা করেছেন, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

.....৬। শাস্ত্রীয় মানদণ্ডের মধ্যে গৃহীত সমস্ত বই ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে স্বীকৃত।

.....৭। শাস্ত্রের এক নায়কত্ব বলতে বুঝায় যে, বাইবেলের ৬৬ খানি বইয়ের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের পরিপূর্ণ আত্ম প্রকাশের লিখিত বিবরণ পেয়েছি।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৮। কারণ তাহলে আমরা জানব যে পরবর্তী তথাকথিত যে কোন আত্ম প্রকাশ আমাদের প্রত্যাখান করতে হবে, যেহেতু সেগুলি ঈশ্বর ইতিমধ্যে যা প্রকাশ করেছেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, আর সেগুলি ঈশ্বরকে গৌরবান্বিতও করে না।

৯। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে আত্ম প্রকাশ বলতে বুঝায় যে, লোকেরা ঈশ্বর ও তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা অন্য কোন ভাবে জানতে পারত না, তিনি তাদের কাছে তা প্রকাশ করেন।

১০। সেগুলি অবশ্যই কোন একজন প্রেরিতের দ্বারা লিখিত বা সমর্থিত হতে হবে। বিষয় বস্তুর এমন আত্মিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে যা থেকে বুঝা যাবে যে তা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট। তা অবশ্যই সমগ্র মণ্ডলীর দ্বারা ঈশ্বর অনুপ্রাণিত বলে গৃহীত হতে হবে।

৩। ক) "পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই কথা স্মরণার্থে পুস্তকে লিখ..... "

খ) "পরে মোশি সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য লিখিলেন ....."

গ) "কিন্তু এখন...সদাপ্রভু এই কথা কহেন" (লেখক যিশাইয়)।

ঘ) "যিরমিয়ের কাছে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল।"

ঙ) "সদাপ্রভু এই কথা কহেন"।

চ) "কেহ যদি আপনাকে ভাববাদী কিম্বা আত্মিক বলিয়া মনে করে, তবে সে বুঝুক, আমি তোমাদের কাছে যাহা যাহা লিখিলাম, সে সকল প্রভুর আজ্ঞা।"

ছ) "পৌল ও তাহাকে দত্ত জ্ঞান অনুসারে তোমাদিগকে লিখিয়াছেন।" (লক্ষ্য করুন যে ১৬ পদে পিতর পৌলের লেখাকে **শাস্ত্রলিপি** বলে স্বীকার করেছেন।)

৯। ক) খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ সালে, ইষ্রা এবং মহা ধর্মধামের সদস্যগণ কর্তৃক।

খ) ৩৯৭ খৃষ্টাব্দে, কার্থেজ এর মহাসভায়।

৪) খ) একটি বিশেষ কাজের জন্য পবিত্র আত্মার দেওয়া একটি বিশেষ সামর্থ্য।

ঘ) ঈশ্বরের নিজের বিষয়ে ও তাঁর পরিকল্পনার বিষয়ে .....

চ) কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে এবং .....

১২। সমগ্র বাইবেল।

৫। যাতে তাড়াতাড়ি মৃত্যু ঘটে সেই জন্য ক্রুশারোপিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গবার প্রথা থাকলেও যীশুর ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয়নি, কারণ সৈনিকেরা দেখেছিল যে তিনি আগেই মারা গিয়েছেন। তার পরিবর্তে তারা বর্শা দিয়ে তাঁর কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করেছিল।

১১। ক) মিথ্যা।

খ) সত্য।

গ) সত্য।

ঘ) মিথ্যা।

ঙ) মিথ্যা।

চ) সত্য।

ছ) সত্য।

৬। ক) যীশু ঈশ্বরের বাক্য হিসেবে পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি তাঁর সম্মান ও অনুমোদন দেখিয়েছেন। বাইবেলের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী

ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়েছে। বাইবেলে প্রসঙ্গের একতা বিদ্যমান।

খ) তিনি তা থেকে প্রায়ই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

গ) একটি উদাহরণ হল যীশুর জন্ম স্থান যার বিষয়ে মীখা ভাববাদি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আর একটি হল তাঁর মৃত্যুর ধরণ, যে বিষয়ে যিশাইয় ও দায়ূদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

ঘ) মানুষের মুক্তি বা পুনরুদ্ধার।

১৩। আপনার উত্তর এই ধরণের হবে ঃ আমাদের বিশ্বাস ও আচরণ সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেলই হবে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব। তা আমাদের কাজ-কর্ম, চিন্তা-ধারা এবং আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আমাদের তা বিশ্বস্তভাবে অধ্যয়ন করতে এবং এর শিক্ষা আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

৭। ক) যোহন ১৬ ঃ ১২-১৫ পদ।

খ) ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত পথ নির্দেশ ও জ্ঞানালোক, এবং আরও অনেক মতবাদগত সত্য।

গ) ইফিষীয় ৩ ঃ ৪-৫, ৯-১০ ; ২ পিতর ৩ ঃ ১৫-১৬ ; ২ পিতর ১ ঃ ২০-২১।

নোট